দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছরে ২৪ জন ভিসি

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছরের ইতিহাসে ২৩ জন ভিসি দায়িত্বপালন করেছেন। তাদের মধ্যে ৯ জন মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছেন, ৪ জন পুনর্নিয়োগ হয়েছেন। ২৪তম ভিসি হিসেবে সোমবার প্রফেসর আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২০ সালের বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ভিসি পদের জন্য দুইজনের নাম প্রস্তাব করে চ্যান্সেলরের কাছে পাঠান। সেখান থেকে পাঁচ বছরের জন্য একজনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই বিধি মোতাবেক ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে প্রথম ভিসি স্যার পি জে হার্টগ দায়ি

(১৪শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০

(৩য় পৃঃ পর)

পালন করতে শুরু করেন। ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিমাসে তাঁকে সম্মানী বাবদ ৪ হাজার রুপি এবং সুসজ্জিত একটি বাসভবন দেওয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক রেজিস্ট্রার ছিলেন ১৭ বছর। স্যার হার্টগের পাঁচ বছর মেয়াদ সম্পূর্ণ হইবার পর দ্বিতীয় ভিসি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় অধ্যাপক জিএইচ ল্যাংলিকে। পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর মেয়াদকাল ছিল ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় এবং প্রথম মুসলমান ভিসি ছিলেন স্যার এ এফ রহমান। তিনি আড়াই বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৯৩৭ সালে চতুর্থ ভিসি হিসেবে আসেন ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার। তখন থেকে ভিসিদের জন্য সম্মানী হিসেবে দু'হাজার রুপি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর ৫ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করেন। পঞ্চম ভিসি হিসেবে আসেন ড. মাহমুদ হাসান ১৯৪২ সালে। পাঁচ বছরের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার পর তিনি পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে প্রথম ভিসি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৪৮ সালে। তিনি ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত আরবী এবং ইসলামী শিক্ষা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি এই বিভাগেরই প্রফেসর এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫ বছর মেয়াদ শেষে ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম ভিসি হন ড. ডব্লিউ এ জেনকিন্স। বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর তাঁকে ৩ বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। সে সময় থেকে ভিসির মেয়াদকাল ৪ বছর করা হয়। ড. জেনকিন্স ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের প্রথম ডিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম ভিসি হিসেবে ১৯৫৬ সালে নিয়োগ পান বিচারপতি মুহম্মদ ইব্রাহিম। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আইন বিভাগের ছাত্র এবং পরে এই বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে নবম ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় বিচারপতি হামুদুর রহমানকে। দশম ভিসি হন ড. মাহমুদ হোসেন, ১৯৬০ সালে। ১৯৬৩ সালে একাদশতম ভিসি ড. মোহাম্মদ ওসমান গনি। তিনি পুনঃ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৬৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। দ্বাদশতম ভিসি হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তিনি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ইউরোপে একটি সম্মেলনে যাওয়ার পর স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ায় দেশে ফিরেন নাই। তখন অন্য একজনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পরে দেশে ফিরে আবু সাঈদ চৌধুরী কয়েক মাস দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭২ সালে ১৩তম ভিসি হন ড. মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী ১৪তম ভিসি হন ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী ১৯৭৩ সালে। ১৫তম ভিসি হন অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসউল হক ১৯৭৫ সালে ১৯৭৬ সালে ১৬তম ভিসি হন ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী। তিনি ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দায়িত্ব পাল[illegible] এম সিদ্দিক ১৯৮৩ সালে। ১৮তম ভিসি হন মোহাম্মদ শামসুল হক ১৯৮৩ সালে। ১৯তম ভিসি হন ১৯৮৬ সালে ড. আবদুল মান্নান। ১৯৯০ সালে আসেন ২০তম ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া। ২১তম ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ ১৯৯২ সালে। তিনি ১৯৯৬ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্বল্পতম সময় অর্থাৎ মাত্র ২৮ দিনের জন্য ২২তম ভিসি হন অধ্যাপক শহীদ উদ্দীন আহমেদ ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী ২৩তম ভিসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য গত বছরের অক্টোবর মাসে পুনঃনিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।